দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...22 APR 2007...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্রাধিক ভুয়া শিক্ষার্থী

মোঃ রকিব উদ্দিন

চলতি ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগে প্রথম বর্ষে আট ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর এবার বিভিন্ন বিভাগে সহস্রাধিক ভুয়া শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছে চলতি শিক্ষাবর্ষে। জানা গেছে, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের ভাড়া করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগসাজশে এরা ভর্তি হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্য দু'একজন চিহ্নিত হলেও বেশিরভাগই থেকে গেছে প্রশাসনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদিকে সমাজকর্ম বিভাগের ২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করতে গঠিত কমিটির তদন্ত কার্যক্রম নিয়ে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রে প্রকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কমপক্ষে এক হাজার ভুয়া শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এদের অনেকেই এরই মধ্য শিক্ষাজীবন শেষ করার পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র সংগঠনের নেতা, কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারীর সহায়তায় এসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের পর এসব শিক্ষার্থীরা এখন চরম আতংকে দিন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, রাজশাহীকেন্দ্রিক একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার, কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির কাজে জড়িত। এদের নিয়ে এখানে রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেটের কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সাথে চুক্তি করে, কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং কয়েকজন এক্সপার্ট ভাড়া করার কাজ করে বলে জানা যায়। সমাজকর্ম বিভাগের ৪র্থ বর্ষে ২৬ জন শিক্ষার্থী কাটাখালী ব্যাচ বলে পরিচিত। এরা বিভাগের এক কর্মচারীর সহায়তায় ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভুয়া ছাত্রের হার সবচেয়ে বেশী।

প্রবেশপত্র নকল করে এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ও বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে একজনের সার্টিফিকেট ও রোল বদল করে বিভিন্ন সময়ে ভুয়া শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। গত ১০ বছরে আইন ও বিচার বিভাগ, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, চারুকলা, দর্শন, নৃ-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের একাধিক বিভাগে ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, ছাত্রদল, ছাত্রলীগসহ বেশ কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের সাথে অনেক বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীও রয়েছে। এরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তির বিনিময়ে ৩০ থেকে ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলেন, ভুয়া শিক্ষার্থী সম্পর্কে তারা অবগত নন। এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাণিজ্য করে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা হাতিয়ে নেয়ার খবর পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। চলতি সেশনে এ কাজ থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহীম হোসেন মুন তিনটি মোটর সাইকেল ক্রয় করেছেন মর্মে পত্র-পত্রিকায় একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়।